বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, কৃষি ব্যাংক ভবন,
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ফোনঃ ০২২২৩৩-৫৮৬৮১, ০২২২৩৩-৮৮৯৪৯;
ই-মেইলঃ dgmpid@krishibank.org.bd
ক্রেডিট বিভাগ

নং- বিকেবি-প্রকা/ক্রেবি (শাখা-৩)প্রক্রেবি-৩(৪৪)/২০২১-২০২২/ ১১৯০(১২৫০) তারিখঃ ০২.০১.২০২২

মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।
উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমূহ।
সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক।
সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এ বর্ণিত ওয়ার্কিং আন্ডার স্টিমুলাস প্যাকেজ এর ২য় পর্যায়ের বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ-১ (বিশেষ মনিটরিং ইউনিট) এর ১৯.১২.২০২১ তারিখের সূত্রঃ বিআরপিডি-১(এসএমইউ)/৯০৪(৩)/২০২১-১১৮৪০ এর প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে (কপি সংযুক্ত)।

০২। উল্লেখিত পত্রানুযায়ী নভেল করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বাংলাদেশে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় দেশের অর্থনেতি কর্মকান্ড পুনরুজ্জীবিতকরণ, শ্রমিক-কর্মচারীদের কাজে বহাল এবং উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা প্রবর্তনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক্ষতিগ্রস্থ শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়াকিং ক্যাপিটাল হিসেবে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের জন্য আর্থিক সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করেন। এ ধারাবাহিকতায় বিআরপিডি সার্কুলার ০৮/২০২০ এর মাধ্যমে শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরে ওয়াকিং ক্যাপিটাল হিসেবে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের ২য় পর্যায়ে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের প্রদেয় ঋণ/বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা সর্বমোট ১২০.০০ কোটি টাকা নির্ধারন করা হয়েছিল। বিগত ১৫/১২/২০২১ তারিখ পর্যন্ত সংকলিত তথ্যানুযায়ী উক্ত প্যাকেজের আওতায় অত্র ব্যাংকের বাস্তবায়নের হার ৩০.১৪%, যা কোনভাবেই আশব্যঞ্জক নয়।

০৩। বিকেবি, ক্রেডিট বিভাগের ০৬.০৯.২০২১ তারিখের পত্র নং-বিকেবি-প্রকা/ক্রেবি (শাখা-৩)প্রক্রেবি-৩(৪১)/২০২১-২০২২/৩৮৪(১২৫০) এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ (বিশেষ মনিটরিং ইউনিট) এর ০১.০৯.২০২১ তারিখের সূত্রঃ বিআরপিডি(পি-৫)/৯০১(১০)/২০২১-৭৭১৮ মোতাবেক বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের জন্য পুনঃনির্ধারিত ১২০.০০ কোটি টাকা বিকেবি'র বিভাগওয়ারী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা পুনঃ বন্টন এর বিপরীতে **১৫.১২.২০২১** তারিখ পর্যন্ত অর্জন নিম্নরুপ ঃ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিভাগ/ কার্যালয়	পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা	পুনঃ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা	পুনঃ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন	অর্জনের হার
০১	ঢাকা	২৫.০০	২৫.০০	০.০০	০%
০২	ময়মনসিংহ	-	-	-	-
০৩	চট্টগ্রাম	১৭.০০	১৭.০০	০.০০	০%
০৪	খুলনা	১৫.০০	১৫.০০	০.০০	০%
০৫	বরিশাল	-	-	-	-
০৬	সিলেট	-	-	-	-
০৭	কুমিল্লা	-	-	-	-
০৮	ফরিদপুর	-	-	-	-
০৯	কুষ্টিয়া	-	-	-	-
১০	এলপিও	৮০.০০	৬৩.০০	৩৬.১৭	৫৭.৪১%
মোট-		১৩৭.০০	১২০.০০	৩৬.১৭	৩০.১৪%

* উপরোক্ত সারনী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিকেবি, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা ব্যতীত অন্যান্য বিভাগের ঋণ বিতরনের আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন শূন্য যা হতাশাব্যঞ্জক।

চলমান পাতা-২

০৪। বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮ তারিখঃ ১২.০৪.২০২০ এর বিশেষ নির্দেশনাসমূহ ঃ

(ক) ২৫ জুন ২০২০ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৩৩ অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ স্থিতিভিত্তিক ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ মঞ্জুরীকৃত/প্রদত্ত সীমার সর্বোচ্চ ৩০% পর্যন্ত ঋণ/বিনিয়োগের প্রাপ্যতা নির্ধারিত ছিল। যেসকল প্রতিষ্ঠান আলোচ্য প্রণোদনা প্যাকেজ হতে ইতোমধ্যে প্রথম মেয়াদে অর্থাৎ ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ঋণ/বিনিয়োগের আংশিক সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছেন, সেসকল প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১ জুলাই ২০২১ তারিখ হতে তাদের প্রাপ্যতার অবশিষ্ট অর্থ ঋণ/বিনিয়োগ হিসেবে প্রদান করা যাবে সেক্ষেত্রে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ স্থিতিভিত্তিক ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ মঞ্জুরীকৃত/প্রদত্ত সীমার উপর ভিত্তি করে প্রাপ্যতা নির্ধারিত হবে।

(খ) যেসকল প্রতিষ্ঠান আলোচ্য প্রণোদনা প্যাকেজ হতে প্রথম মেয়াদে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রাপ্ত হয়নি, সেসকল প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থ বছর এবং তদ্‌পরবর্তীতে নতুনভাবে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ স্থিতিভিত্তিক ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ মঞ্জুরীকৃত/প্রদত্ত সীমার সর্বোচ্চ ৩০% পর্যন্ত ঋণ/বিনিয়োগের প্রাপ্যতা নির্ধারিত হবে।

(গ) তাছাড়া নতুন ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার ক্ষেত্রেও বিদ্যমান নীতিমালার আওতায় ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ ঋণ/বিনিয়োগের প্রাপ্যতা সীমার ৩০% এর অধিক হবে না।

০৫। এমতাবস্থায়, চলমান অর্থনৈতিক পুনঃগঠন কার্যক্রমের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে আলোচ্য (বিআরপিডি সার্কুলার ০৮/২০২০) প্রণোদনা প্যাকেজের শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মাঠ কার্যালয়সমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো। বিআরপিডি সার্কুলার ০৮/২০২০ সংক্রান্ত কোন অস্পষ্টতা ও অধিকতর তথ্যের প্রয়োজনে অত্র বিভাগের সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ এনামুল হোসেন (মোবাইল-০১৭১৬৫৯২৭২৯) এর সাথে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত,

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

02/01/2022

(মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম)
উপমহাব্যবস্থাপক

নং- বিকেবি-প্রকা/ক্রেবি (শাখা-৩)প্রক্রেবি-৩(৪৪)/২০২১-২০২২/ ১১৯০(১২০০)

তারিখঃ ০২.০১.২০২২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৫। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। **উপরোক্ত পত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।**
০৬। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৭। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৮। নথি/মহানথি।

02/01/2022

(মোঃ এনামুল হোসেন)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

৫০১১৯

বাংলাদেশ ব্যাংক
(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

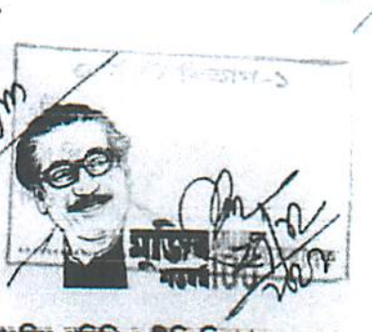

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ-১
(বিশেষ মনিটরিং ইউনিট)

সূত্রঃ বিআরপিডি-১(এসএমইউ)/৯০৪(৩)/২০২১-১১৮৪০ তারিখঃ ১৯/১২/২০২১

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সচিবালয়
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
নং 2892 তারিখ 26.12.21
বিভাগ — 02
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

প্রিয় মহোদয়,

বিআরপিডি সার্কুলার ০৮/২০২০ এ বর্ণিত ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আন্ডার স্টিমুলাস প্যাকেজ এর ২য় পর্যায়ের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, নভেল করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বাংলাদেশে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরুজ্জীবিতকরণ, শ্রমিক-কর্মচারীদের কাজে বহাল এবং উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা প্রবর্তনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের জন্য আর্থিক সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করেন। এ ধারাবাহিকতায় বিআরপিডি সার্কুলার ০৮/২০২০ এর মাধ্যমে শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের ২য় পর্যায়ে আপনাদের ব্যাংকের প্রদেয় ঋণ/বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা সর্বমোট ১২০.০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। বিগত ১৫/১২/২০২১ তারিখ পর্যন্ত সংকলিত তথ্যানুযায়ী উক্ত প্যাকেজের আওতায় আপনাদের বাস্তবায়নের হার ৩০.১৪%, যা কোনভাবেই আশাব্যঞ্জক নয়।

এমতাবস্থায়, চলমান অর্থনৈতিক পুনর্গঠন কার্যক্রমের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে আলোচ্য প্রণোদনা প্যাকেজের বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করা হলো।

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সচিবালয়-১
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
নং 296 তারিখ 26/12/21
বিভাগ DGM
credit

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(নাছির মোহাম্মদ আবদুল্লাহ)
যুগ্ম পরিচালক
ফোন: ৫৫৬৬৫০০১-২০/ ২২৭৯২
nasir.abdullah@bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।
website: www.bb.org.bd

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং- ৪০

তারিখঃ ২৯ জুলাই ২০২১ / ১৪ শ্রাবণ ১৪২৮

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19)-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বাংলাদেশে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় আর্থিক প্রণোদনা প্রসঙ্গে।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে ১২ এপ্রিল ২০২০ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮ এবং ২৫ জুন ২০২০ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৩৩ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। সূত্রোস্থ সার্কুলার অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ স্থিতিভিত্তিক ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ মঞ্জুরীকৃত/প্রদত্ত সীমার সর্বোচ্চ ৩০% পর্যন্ত ঋণ/বিনিয়োগের প্রাপ্যতা নির্ধারিত ছিল। এতদ্ব্যতীত বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৩৩/২০২০ মোতাবেক ঋণ/বিনিয়োগের প্রাপ্যতার সমপরিমাণ অর্থ কোন গ্রাহকের অনুকূলে এক বছরে প্রদান করা সম্ভবপর না হলে অবশিষ্ট প্রাপ্য অর্থ প্যাকেজের অবশিষ্ট মেয়াদের মধ্যে প্রদানের সুযোগ দেয়া হয়।

০৩। এক্ষণে, আলোচ্য প্রণোদনা প্যাকেজ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে এ মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা যাচ্ছে যে, যেসকল প্রতিষ্ঠান আলোচ্য প্রণোদনা প্যাকেজ হতে ইতোমধ্যে প্রথম মেয়াদে অর্থাৎ ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ঋণ/বিনিয়োগ এর আংশিক সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছেন, সেসকল প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১ জুলাই ২০২১ তারিখ হতে তাদের প্রাপ্যতার অবশিষ্ট অর্থ ঋণ/বিনিয়োগ হিসেবে প্রদানের ক্ষেত্রে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ স্থিতিভিত্তিক ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ মঞ্জুরীকৃত/প্রদত্ত সীমার উপর ভিত্তি করে প্রাপ্যতা নির্ধারিত হবে।

০৪। যেসকল প্রতিষ্ঠান আলোচ্য প্রণোদনা প্যাকেজ হতে প্রথম মেয়াদে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রাপ্ত হয়নি, সেসকল প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থ বছর এবং তদ্‌পরবর্তীতে নতুনভাবে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ স্থিতিভিত্তিক ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ মঞ্জুরীকৃত/প্রদত্ত সীমার ভিত্তিতে প্রাপ্যতা নির্ধারিত হবে।

০৫। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ আলী আকবর ফরাজী)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০২৫২

Website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৩৩

তারিখঃ ২৫ জুন ২০২০ / ১১ আষাঢ় ১৪২৭

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

প্রিয় মহোদয়,

নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19)-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বাংলাদেশে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় আর্থিক প্রণোদনা প্রসঙ্গে।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে ১২ এপ্রিল ২০২০ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮, ০৩ মে ২০২০ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-২২, ১০ মে ২০২০ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-২৫ এবং ১১ জুন ২০২০ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৩০ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এর অনুচ্ছেদ ২(গ), ৫(ক) হতে ৫(গ), ৬(ক) এবং ৭(ঘ) এ আলোচ্য প্যাকেজের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে প্রতিটি ঋণ/বিনিয়োগের সীমা ও মেয়াদ সংক্রান্ত বিষয়াবলী বর্ণিত রয়েছে। আলোচ্য প্যাকেজের আওতায় করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে গতিশীল ও পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। এক্ষণে, ক্ষতিগ্রস্ত অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে ঃ

ক) এ প্যাকেজের আওতায় সাধারণভাবে ঋণগ্রহীতা/গ্রাহক পর্যায়ে প্রতিটি ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ১(এক) বছর। বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ অনুযায়ী ঋণ/বিনিয়োগের প্রাপ্যতার সমপরিমাণ অর্থ কোন গ্রাহকের অনুকূলে এক বছরে প্রদান করা সম্ভবপর না হলে অবশিষ্ট প্রাপ্য অর্থ আলোচ্য প্যাকেজের অবশিষ্ট মেয়াদের মধ্যে ঋণ/বিনিয়োগ হিসেবে প্রদান করা যাবে।

খ) বিদ্যমান ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা/গ্রাহক পর্যায়ে মোট ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ কোনোভাবেই ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ ভিত্তিক ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ মঞ্জুরীকৃত/প্রদত্ত সীমার ৩০% এর বেশী হবে না। তাছাড়া নতুন ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার ক্ষেত্রেও বিদ্যমান নীতিমালার আওতায় ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ ঋণ/বিনিয়োগের প্রাপ্যতা সীমার ৩০% এর অধিক হবে না।

গ) ব্যাংক কর্তৃক কোন ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতাকে যেভাবেই ঋণ/বিনিয়োগ প্রদান করা হোক না কেন (এককালীন অথবা প্যাকেজের মেয়াদে একাধিক বছরে প্রদত্ত হয়ে থাকলে) একজন গ্রাহকের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এ সার্কুলার লেটারের অনুচ্ছেদ ২(খ)-এ বর্ণিত মোট সীমার মধ্যে প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের উপর সুদ/মুনাফা ভর্তুকী প্রাপ্য হবেন।

০৩। সূত্রোস্থ সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারসমূহে বর্ণিত অন্যান্য নির্দেশনাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

০৪। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারা ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

০৫। এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০২৫২